শৈলেশ মনুভাই পর্মার

বনাম

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভারতের নির্বাচন কমিশন

(২০১৭ সালের ৬৩১ নং রিট পিটিশন)

আগস্ট ২১, ২০১৮

[দীপক মিশ্র, ভারতের প্রধান বিচারপতি, এ এম খানউইলকার এবং ডাঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধানঃ

অনুচ্ছেদ ৮০(৪)--রাজ্য পরিষদের নির্বাচন--"উপরের কোনটিই নয়" বিকল্পের প্রয়োগযোগ্যতা (এনওটিএ)--নির্বাচন কমিশন রাজ্য পরিষদের নির্বাচনে এনওটিএ চালু করেছে--সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বিরোধিতা করা হয়েছে--স্থির করা হয়েছেঃ সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সরাসরি নির্বাচনের জন্য এনওটিএ চালু করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে রাজ্য পরিষদের নির্বাচনে এনওটিএ-এর বিকল্প, যা পরোক্ষ নির্বাচন, তা গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতাকেই দুর্বল করবে না, বরং দলত্যাগ ও দুর্নীতির শয়তানকেও সেবা দেবে।

রিট পিটিশন মঞ্জুর করে, আদালত

ধার্য হলঃ ১) নির্বাচন কমিশন পি. ইউ. সি. এল-এর মামলার রায়কে তার ক্ষমতার উৎস হিসাবে বিবেচনা করেছে। পি. ইউ. সি. এল-এর সিদ্ধান্তটি সরাসরি নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। আদালত, প্রকৃতপক্ষে, স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে নির্দেশগুলি সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির সাথে সম্পর্কিত যা নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক এবং ভোটারদের নোটার সুবিধা প্রয়োগ করার জন্য একটি বিকল্প প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্তে, সংবিধান দ্বারা ভারতের নাগরিকদের প্রদত্ত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং কোনও ভোটকেন্দ্রে আসার এবং কোনও প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার বা ভোট না দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভোটারদের অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কুলদিপ নায়ার এবং অন্যান্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ৭ এস. সি. সি ১:৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ১-অনুসরণ করা হয়েছে।

২) রাজ্যসভার নির্বাচনে খোলা ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়া হয় এবং দলীয় শৃঙ্খলার মৌলিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে এবং যে কোনও ধরনের পাল্টা ভোটিং এড়াতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য এটি চালু করা হয়েছে। এগুলিকে গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মূল মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাজ্যসভার সদস্যদের ভোটদানের ক্ষেত্রে, একজন নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা ভোটদানের প্রকৃতি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। কারণ এই জাতীয় নির্বাচনে, একটি দলীয় হুইপ থাকে এবং নির্বাচকমণ্ডলী দলের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য। এই ধরনের নির্বাচনে দলীয় শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্বের ভিত্তি। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটি অপরিহার্য। এই ধরনের ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্রস ভোটিং এবং দুর্নীতির চিন্তাভাবনা বিরক্তিকর।

রবি এস নায়েক বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা, (১৯৯৪) ২ সম্পূরক এস. সি. সি ৬৪১: [১৯৯৪] ১ এস. সি. আর ৭৫৪-এর উপর নির্ভরশীল।

কিহোতো হলোহান বনাম জ্যাকিলহু এবং অন্যান্যরা (১৯৯২) ২ সম্পূরক এস. সি. সি ৬৫১: [১৯৯২] ১ এস. সি. আর ৬৮৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) সংবিধানের দশম তফসিলের প্রবর্তন, সংবিধান (পঞ্চাশ-দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৮৫ দ্বারা রাজনৈতিক দলত্যাগের কুফল নির্মূল করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। দলত্যাগের বিষয়টি বাতিল করার জন্য উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং অযোগ্যতার ধারণার গভীর তদন্তের পরে, এটি স্পষ্ট যে নোটা প্রবর্তনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরাজিত হয়েছে।

৪) একটি গণতন্ত্রে, নির্বাচনের বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে আবশ্যক। গণতান্ত্রিক সংস্থার রাজনীতিতে বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ ধারণাটি দুর্নীতির জন্য ঘৃণ্য এবং আইনগুলি প্রকৃত শৃঙ্খলা, ইতিবাচক যথার্থতা, নিবেদিত শৃঙ্খলা এবং সুশাসনের স্তম্ভ হিসাবে সাংবিধানিক নৈতিকতার অবিচ্ছিন্ন সমর্থনের মাধ্যমে রক্তাক্ত পবিত্রতার বিস্তারের উপর জোর দেয়। গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতা এমন কোনও কিছুকে সহ্য করে না যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি দুরারোগ্য ব্যবধান তৈরি করার সম্ভাবনা রাখে। আইনটি এটিকে নির্মূল করার জন্য। যখন কেউ রাজ্যগুলির কাউন্সিলের ভোটদান প্রক্রিয়াতে নোটার পছন্দের অনুশীলন বিশ্লেষণ করে যেখানে খোলা ব্যালট গ্রহণযোগ্য এবং ভোটদানের গোপনীয়তার কোন স্থান নেই,

এবং আরও যেখানে তিনি রাজনৈতিক দল/দলগুলির শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ, এটি স্পষ্ট যে এই জাতীয় পছন্দের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মনোজ নরুলা বনাম ভারতের ইউনিয়ন (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ১: [২০১৪] ৯ এসসিআর ৯৬৫-এর উপর নির্ভরশীল।

৫) একজন ভোটার, যদিও একজন একক ভোটার, তার ভোটের একটি পরিমাণগত মূল্য থাকে এবং উদ্‌বৃত্ত ভোটগুলি হস্তান্তরযোগ্য হয়। ভোটের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি সূত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। ভোট হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার ধারণার একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার পরে একজন প্রার্থী রাজ্যের প্রতিনিধি হন এবং কোনও নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন না। এই সমস্ত দিকগুলির সমষ্টিগত প্রভাব স্পষ্টভাবে বোঝায় যে রাজ্য পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নোটার প্রবর্তন গণতন্ত্রের মৌলিক মানদণ্ডের একটি অভিশাপ হবে যা সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

৬) এই ধরনের নির্বাচনে নোটার প্রবর্তন শুধুমাত্র সংবিধানের দশম তফসিলের অধীনে একজন ভোটদাতার কাছ থেকে প্রত্যাশিত শৃঙ্খলার পরিপন্থীই হবে না, বরং দলত্যাগের ভিত্তিতে কোনও সদস্যের অযোগ্যতার আইনের মৌলিক ব্যাকরণের পরিপন্থীও হবে। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে যা সরাসরি করা যায় না, তা পরোক্ষভাবে করা যায় না। যদি রাজ্য পরিষদে সদস্যদের নির্বাচনে নোটার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে দলত্যাগের নিষিদ্ধ দিকটি পরোক্ষভাবে প্রচুর শক্তি নিয়ে আসবে।

৭) পিইউএল-এর ক্ষেত্রে নোটা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল নেতিবাচক ভোটদানের বিধান রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে পারে এবং একজন ভোটার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থীদের সম্পর্কে কী ভাবেন। সুতরাং, উক্ত সিদ্ধান্তটি সরাসরি নির্বাচন, এক ব্যক্তি, এক ভোট এবং এক মূল্যের সাথে সম্পর্কিত।

৮) নির্বাচন কমিশনকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের চার কোণের মধ্যে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া, নির্বাচনের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য কোনও বিধান ব্যাখ্যা করে এই আদালত যদি কোনও নির্দেশ জারি করে, তা হলে কমিশনের পক্ষ থেকে সেই অনুযায়ী কাজ করা বাধ্যতামূলক হবে।

কমিশনকে কিছু নির্দিষ্ট ধারণা বা ধারণা ধারণ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, অথবা, সেই বিষয়ে, এমন কোনও ভিন্ন মাত্রার কথা ভাবতে দেওয়া যাবে না যা আইনি কাঠামোর সাথে খাপ খায় না।

৯) পরোক্ষ নির্বাচনে নোটার প্রবর্তন এই ধরনের নির্বাচনে একজন ভোটদাতার ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। নোটার বিকল্পটি সরাসরি নির্বাচনে অমৃত হিসাবে কাজ করতে পারে তবে রাজ্য পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে যা আলাদা, এটি কেবল গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতাকেই ক্ষুণ্ন করবে না, বরং দলত্যাগ ও দুর্নীতির শয়তানকেও পরিবেশন করবে।

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ এবং অন্যান্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (পি. ইউ. সি. এল) (২০১৩) ১০ এস. সি. সি ১:১২ এস. সি. আর ২৮৩; অনঙ্গ উদয় সিং দেও বনাম রঙ্গ নাথ মিশ্র এবং অন্যান্যরা (২০০২) ১ এস. সি. সি ৪৯৯:৪ সম্পূরক এস. সি. আর ৮৮; লিলি থমাস বনাম স্পিকার, লোকসভা এবং অন্যান্যরা (১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি ২৩৪:১ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৯১; রাম জাওয়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [১৯৫৫] ২ এস. সি. আর ২২৫; বিষম্ভর দয়াল চন্দ্র মোহন এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা (১৯৮২) ১ এস. সি. সি ৩৯:১ এস. সি. আর ১১৩৭-উল্লিখিত।

মামলার প্রসঙ্গ

[২০১৩] ১২ এসসিআর ২৮৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
[২০০১] ৪ সাপ্লাই এসসিআর ৮৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৯৩] ১ সরবরাহ এসসিআর ৭৯১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯
[২০০৬] ৫ সাপ্লাই এসসিআর ১	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
[১৯৫৫] ২ এসসিআর ২২৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৮২] ১ এসসিআর ১১৩৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৯৪] ১ এসসিআর ৭৫৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৯২] ১ এসসিআর ৬৮৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১৪] ৯ এসসিআর ৯৬৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩

দেওয়ানী মূল এক্তিয়ারঃ ২০১৭ সালের ৬৩১ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি)।

কে কে ভেনুগোপাল, এজি, তুষার মেহতা, এ. এস. জি, ড. অভিষেক মনু সিংভি, প্রবীণ আইনজীবী, দেবদত্ত কামাত, জাভেদুর রহমান, মহম্মদ নিজাম পাশা, অমিত ভাণ্ডারি, আদিত্য ভাট, রাজেশ ইনামদার, ফারুখ রশিদ, অমিত শর্মা, দীপেশ সিনহা, সুশ্রী আয়িয়ালা ইমতি, মেরুসাগর সামন্তরে, সুশ্রী মাধবী দিওয়ান, সুশ্রী লিহিংনেইভা, অরবিন্দ কুমার শর্মা, উপস্থিত দলগুলির হয়ে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

দিপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি-১) ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনে, গুজরাট বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রধান হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আবেদনকারী, রাজ্য পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত গুজরাট আইনসভা সচিবালয়ের সচিব, এখানে উত্তরদাতা নং ৩, কর্তৃক জারি করা ১লা আগস্ট, ২০১৭ তারিখের সার্কুলারকে বিরোধিতা করেছেন। যদিও এই বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে তিনি "উপরের কোনওটিই নয়" (নোটা) বিকল্পের উপলব্ধতাকে বিরোধিতা করেছেন।

২) এটা জোর দিয়ে বলা হয় যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ এবং লাক্ষাদ্বীপ বাদে) মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ জারি করেছে যে, নোটার বিকল্পটি রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে এবং এই বিকল্পটি ব্যালট পেপারে সেই ভাষা বা ভাষায় ছাপা হবে যেখানে ব্যালট পেপারটি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা নির্দেশ অনুসারে ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধির (সংক্ষেপে, 'বিধি') বিধি ৭০-এর সাথে পঠিত ২২ নম্বর বিধির উপ-বিধি (১) এবং বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (১) অনুসারে মুদ্রিত হয়। ১২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সকল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছে প্রথম উত্তরদাতার পাঠানো চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অগ্রাধিকারমূলক পদ্ধতিতে ভোটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা কেবল রাজ্যসভা নির্বাচনে নোটা-এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচনে নোটা চালু করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা সার্কুলারগুলি ভারতের সংবিধানের ৮০(৪) অনুচ্ছেদের আদেশ এবং পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ এবং আরেকটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া,

এবং আরেকটি (পিইউসিএল)১ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।[১] রাজ্যসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিকল্প প্রবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশনের বোঝাপড়ায় এটি কোনও সমর্থন দেয় না। এটি অনুমান করা হয় যে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ৫৯ (সংক্ষিপ্ততার জন্য, '১৯৫১ আইন') নির্বাচনে ভোটদানের পদ্ধতির ব্যবস্থা করে এবং ধারা ১৬৯ কেন্দ্রীয় সরকারকে, নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শ করার পরে, এই আইনের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদনের জন্য নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনে ভোটদানের জন্য বিশেষ বিধান সম্বলিত বিধিগুলির ষষ্ঠ অংশের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিধি ৭০-তে বলা হয়েছে যে বিধি ৩৭ (৮) থেকে ৪০ক-এর প্রয়োগ হবে। উল্লিখিত বিধিগুলির ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, এটি অনুরোধ করা হয়েছে যে উপরে উল্লিখিত বিধি এবং বিধি ৭১ থেকে ৭৬-এর পরিকল্পনাটি দূরবর্তীভাবে 'নোটা'-র ধারণা দেয় না, তবে এটি নির্বাচন কমিশন দ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনা হয়েছে এবং তাই এটি অসাংবিধানিক।

৩) ১ম উত্তরদাতার পক্ষ থেকে পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে যে, সাংবিধানিক আদালত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে না এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই উপযুক্ত আদালতে একটি নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে; পি. ইউ. এল. সি-র মামলার রায় অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এবং তাই, নির্বাচনের ব্যালট পেপারে নোটার বিধান নির্বাচন কমিশন দ্বারা রাজ্যসভায় প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে আইনের ৭৯ক ধারার অধীনে তাদের নিশ্চিত করা ভোটারদের অধিকার কার্যকর করা যায়; যদিও রাজ্যসভা নির্বাচনে গোপনীয়তার কোনও প্রয়োজন নেই কারণ আইন এটিকে উন্মুক্ত ভোটদান করে, তবুও এটি নোটা-র বিকল্প প্রকাশ করে ভোট না দেওয়ার ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেয় না; এমনকি এই অবস্থান ধরে নিয়েও যে পিইউসিএল-এর মামলার রায়ে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে এই আদালত কখনও রাজ্যসভা নির্বাচনে নোটা-এর বিকল্প প্রয়োগ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, তবুও নির্বাচন কমিশন ২৪শে জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের চিঠি জারি করেছে, এবং ১২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আরও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে রাজ্যসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে নোটা-এর বিকল্প প্রযোজ্য হবে; এবং উক্ত বিকল্পটি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাই, বিলম্বিত পর্যায়ে উক্ত নির্দেশাবলীকে বিরোধিতা করার কোনও যুক্তি নেই। এটি লক্ষণীয় যে, প্রথম দুটি বিষয় প্রাথমিক আপত্তি হিসাবে উত্থাপিত হয়েছিল এবং উত্থাপিত অন্যান্য সমস্ত ভিত্তি প্রথম উত্তরদাতার জারি করা বিজ্ঞপ্তির বৈধতা সম্পর্কিত ছিল।

(১) (২০১৩) ১০ এস. সি. সি ১।

৪) আমরা অবিলম্বে লক্ষ্য করতে পারি যে বর্তমান মামলায় বাছাই প্রক্রিয়া চালু করার বিষয়টি উত্থাপিত হয় না। রিট পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিষয়ে, সেই বিষয়ে কোনও যুক্তি দেওয়া হয়নি এবং সঠিকভাবে বলতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।

৫) বিতর্কটি বোঝার এবং উপলব্ধি করার জন্য, সংবিধানের ৮০ (৪) অনুচ্ছেদের অধীনে কী পরিকল্পনা করা হয়েছে তা যাচাই করা আবশ্যক। ৮০ অনুচ্ছেদে রাজ্য পরিষদের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৮০ (৪) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

> "(৪) রাজ্যসভায় প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

৬) অনঙ্গ উদয় সিং দেও বনাম রঙ্গ নাথ মিশ্র এবং অন্যান্যরা[২]-এর মধ্যে একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্য পরিষদের নির্বাচনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছে। একই থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন করা কার্যকর:-

> "৪১) একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা তখনই কার্যকর হয় যখন একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হন। নির্বাচনটি বহু সদস্যের নির্বাচনী এলাকা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। একটি নির্বাচনী এলাকায় বরাদ্দ আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সমস্ত প্রার্থীদের নাম একটি ব্যালট পেপারে মুদ্রিত থাকে। প্রতিটি ভোটদাতার কেবল একটি ভোট থাকে এই অর্থে যে এটি কেবল একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে। তবে যে প্রার্থীকে তিনি নির্বাচিত করতে চান তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটের চেয়ে বেশি ভোট পেলে সেই ভোটটি নষ্ট হবে না, যাকে "কোটা" বলা হয়। ভোটারকে পছন্দের ক্রমানুসারে সংখ্যা ১, ২ এবং ৩ রেখে তার একাধিক পছন্দ নির্দেশ করতে হবে। নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীদের হাতে থাকা উদ্বৃত্ত ভোটগুলি তৎকালীন প্রার্থীদের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

৪৩) নিয়ম ৭৪-এ বলা হয়েছে যে, অবৈধ ব্যালট পেপারগুলি প্রত্যাখ্যান করার পরে রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি প্রার্থীর জন্য নথিভুক্ত করা প্রথম পছন্দ অনুযায়ী অবশিষ্ট ব্যালট পেপারগুলি পার্সেলে সাজান; প্রতিটি পার্সেলে থাকা কাগজপত্রের সংখ্যা এবং মোট সংখ্যা গণনা এবং লিপিবদ্ধ করেন; এবং প্রতিটি প্রার্থীকে তার পার্সেলে থাকা কাগজপত্রের মূল্য জমা দেন।

২) (২০০২) ১ এস. সি. সি. ৪৯৯।

৭৬ নম্বর নিয়মে কোটা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যে কোনও নির্বাচনে যেখানে একাধিক আসন পূরণ করতে হবে, সেখানে প্রতিটি বৈধ ব্যালট পেপারের মূল্য ১০০ বলে মনে করা হবে এবং নির্বাচনে কোনও প্রার্থীর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কোটা নির্ধারণ করা হবে সমস্ত প্রার্থীকে জমা করা মূল্য যোগ করে এবং তারপরে পূরণ করা শূন্যপদের সংখ্যা এক দিয়ে ভাগ করে এবং তারপরে অবশিষ্ট, যদি থাকে, তা উপেক্ষা করে ভাগফলের সাথে একটি যোগ করা হবে এবং ফলাফলের সংখ্যা হল কোটা। সহজ কথায় এটি নিচের মত কাজ করবেঃ

মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা + ১ = কোটা

নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা + ১

৪৪) বিধি ৭৮-এ বলা হয়েছে যে, যদি কোনও গণনা শেষে বা কোনও বাদ পড়া প্রার্থীর কোনও পার্সেল বা সাব-পার্সেল স্থানান্তরের শেষে কোনও প্রার্থীকে জমা দেওয়া ব্যালট পেপারের মূল্য কোটার সমান বা তার বেশি হয়, তবে সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

৭) বর্তমানে, আমরা নিয়ম ৭৯, ৮০ এবং ৮১ উল্লেখ করতে পারি যা নিম্নরূপঃ-

৭৯) উদ্বৃত্ত অর্থ স্থানান্তর-(১) যদি কোনও গণনা শেষে কোনও প্রার্থীকে জমা দেওয়া ব্যালট পেপারের মূল্য কোটার চেয়ে বেশি হয়, তবে উদ্‌বৃত্ত অর্থ এই বিধির বিধান অনুসারে, সেই প্রার্থীর ব্যালট পেপারে ভোটারদের পছন্দ অনুসারে পরবর্তী হিসাবে নির্দেশিত অব্যাহত প্রার্থীদের কাছে স্থানান্তরিত করা হবে।

(২) যদি একাধিক প্রার্থীর উদ্বৃত্ত থাকে, তবে বৃহত্তম উদ্‌বৃত্তটি প্রথমে এবং অন্যান্যগুলি মাত্রার ক্রমে মোকাবিলা করা হবেঃ

শর্ত থাকে যে, প্রথম গণনায় উদ্‌ভূত প্রতিটি উদ্‌বৃত্ত দ্বিতীয় গণনায় উদ্‌ভূত হওয়া উদ্‌বৃত্তের আগে মোকাবিলা করা হবে।

(৩) যেখানে বিতরণ করার জন্য একের চেয়ে বেশি উদ্‌বৃত্ত থাকে এবং দুই বা ততোধিক উদ্‌বৃত্ত সমান হয়, সেখানে প্রতিটি প্রার্থীর মূল ভোটকে বিবেচনা করতে হবে এবং যে প্রার্থীকে সর্বাধিক মূল ভোট নথিভুক্ত করা হয়েছে তার উদ্‌বৃত্ত প্রথমে বিতরণ করতে হবে এবং যদি তাদের মূল ভোটের মান সমান হয়, তবে রিটার্নিং অফিসার লট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবেন যে কোন প্রার্থী তার উদ্‌বৃত্ত প্রথমে বিতরণ করবেন।

(৪)(ক) যদি স্থানান্তরিত প্রার্থীর উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র মূল ভোট থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে রিটার্নিং অফিসার সেই প্রার্থীর পার্সেলের সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন, অসমাপ্ত কাগজপত্রগুলিকে পরবর্তী পছন্দ অনুসারে উপ-পার্সেলে ভাগ করবেন এবং নিঃশেষিত কাগজপত্রগুলির একটি পৃথক উপ-পার্সেল তৈরি করবেন।

(খ) তিনি প্রতিটি উপ-পার্সেলের কাগজপত্র এবং সমস্ত অসমাপ্ত কাগজপত্রের মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(গ) যদি অসমাপ্ত কাগজপত্রের মূল্য উদ্বৃত্তের সমান বা তার কম হয়, তাহলে তিনি সমস্ত অসমাপ্ত কাগজপত্র সেই মূল্যে স্থানান্তর করবেন যে মূল্যে প্রার্থীর উদ্বৃত্ত স্থানান্তর করা হচ্ছে।

(ঘ) যদি অসমাপ্ত কাগজপত্রের মূল্য উদ্বৃত্তের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তিনি অসমাপ্ত কাগজপত্রের উপ-পার্সেলগুলি স্থানান্তর করবেন এবং প্রতিটি কাগজের স্থানান্তরের মূল্য নির্ধারণ করা হবে উদ্বৃত্তকে অসমাপ্ত কাগজপত্রের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে।

(৫) যদি স্থানান্তরিত প্রার্থীর উদ্বৃত্ত মূল ভোটের পাশাপাশি স্থানান্তরিত ভোট থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীর কাছে সর্বশেষ স্থানান্তরিত সাব-পার্সেলের সমস্ত কাগজপত্র পুনরায় পরীক্ষা করবেন, অসমাপ্ত কাগজপত্রগুলিকে পরবর্তী পছন্দ অনুসারে উপ-পার্সেলে ভাগ করবেন এবং তারপর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত উপ-পার্সেলের ক্ষেত্রে যেভাবে বিধান করা হয়েছে সেইভাবে উপ-পার্সেলগুলি মোকাবেলা করবেন।

(৬) প্রতিটি প্রার্থীর কাছে হস্তান্তরিত কাগজপত্রগুলি সেই প্রার্থীর ইতিমধ্যেই থাকা কাগজপত্রগুলির সাথে একটি উপ-পার্সেল আকারে যুক্ত করা হবে।

(৭) এই বিধির অধীনে স্থানান্তরিত না হওয়া নির্বাচিত প্রার্থীর পার্সেল বা উপ-পার্সেলের সমস্ত কাগজপত্র চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।

৮০) **জরিপে সর্বনিম্ন প্রার্থীদের বাদ দেওয়া**—(১) যদি পূর্বে বর্ণিত সকল উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় কম হয়, রিটার্নিং অফিসার ভোটগ্রহণে সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকা প্রার্থীকে ভোটগ্রহণ থেকে বাদ দেবেন এবং তার অসমাপ্ত কাগজপত্রগুলি পরবর্তী পছন্দ অনুসারে চলমান প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন; এবং যে কোনও নিষ্কাশিত কাগজপত্র চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি অনুসারে আলাদা করে রাখা হবে।

(২) বাদ পড়া প্রার্থীর মূল ভোট সম্বলিত কাগজপত্রগুলি প্রথমে স্থানান্তর করা হবে, প্রতিটি কাগজের স্থানান্তর মূল্য একশত হবে।

(৩) বাদ পড়া প্রার্থীর স্থানান্তরিত ভোট সম্বলিত কাগজপত্রগুলি তখন স্থানান্তরের ক্রমে এবং যে মূল্যে তিনি সেগুলি পেয়েছিলেন সেই ক্রমে স্থানান্তর করা হবে।

(৪) এই ধরনের প্রতিটি স্থানান্তর একটি পৃথক স্থানান্তর হিসাবে বিবেচিত হবে তবে একটি পৃথক গণনা নয়।

(৫) যদি কাগজপত্র হস্তান্তরের ফলে কোনও প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মূল্য কোটার সমান বা তার বেশি হয়, তবে গণনা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে তবে তার কাছে আর কোনও কাগজপত্র স্থানান্তর করা হবে না।

(৬) এই বিধি দ্বারা নির্দেশিত প্রক্রিয়াটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রার্থীদের একের পর এক বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি করা হবে যতক্ষণ না কোটা সহ কোনও প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে বা এরপরে প্রদত্ত হিসাবে এই শূন্যপদ পূরণ করা হয়।

(৭) যদি কোনও সময়ে কোনও প্রার্থীকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন হয় এবং দুই বা ততোধিক প্রার্থীর ভোটের মূল্য সমান হয় এবং তাঁরা নির্বাচনে সর্বনিম্ন হন, তা হলে প্রতিটি প্রার্থীর মূল ভোটকে বিবেচনা করা হবে এবং যে প্রার্থীকে সবচেয়ে কম মূল ভোট দেওয়া হয়েছে তাঁকে বাদ দেওয়া হবে; এবং যদি তাঁদের মূল ভোটের মান সমান হয়, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবচেয়ে কম মূল্যের প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হবে, যেখানে এই প্রার্থীদের অসম মূল্য ছিল।

(৮) যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী নির্বাচনে সর্বনিম্ন হন এবং প্রত্যেকের ভোটের মূল্য সমান হয় তবে রিটার্নিং অফিসার লট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবেন যে কোন প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হবে।

৮১) **শেষ শূন্যপদগুলি পূরণ করা**-(১) যখন কোনও গণনা শেষে অব্যাহত প্রার্থীদের সংখ্যা অপরিশোধিত শূন্যপদের সংখ্যায় হ্রাস করা হয়, তখন অব্যাহত প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

(২) যখন কোনও গণনা শেষে শুধুমাত্র একটি শূন্যপদ পূরণ করা না হয় এবং কোনও এক প্রার্থীর কাগজপত্রের মূল্য স্থানান্তর না হওয়া উদ্বৃত্ত সহ অন্যান্য সমস্ত অব্যাহত প্রার্থীদের কাগজপত্রের মোট মূল্য অতিক্রম করে, তখন সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

(৩) যখন কোনও গণনা শেষে কেবল একটি শূন্যপদ পূরণ না হয় এবং কেবল দু 'জন স্থায়ী প্রার্থী থাকে এবং তাদের প্রত্যেকের ভোটের মূল্য একই থাকে এবং কোনও উদ্বৃত্ত স্থানান্তর করতে সক্ষম থাকে না, তখন রিটার্নিং অফিসার লট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবেন যে তাদের মধ্যে কে বাদ দেওয়া হবে; এবং পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে তাকে বাদ দেওয়ার পরে, অন্য প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করবেন।

৮) **অনঙ্গ উদয় সিং দেও** (উপরে)-তে, উক্ত নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৪৬) কোনও প্রার্থী বা একাধিক প্রার্থী প্রয়োজনীয় কোটার চেয়ে বেশি ভোট পেলে নিয়ম ৭৯ কার্যকর হয়। যদি কোনও গণনা শেষে কোনও প্রার্থীকে জমা দেওয়া ব্যালট পেপারের মূল্য কোটার চেয়ে বেশি হয়, তবে উদ্বৃত্ত এই নিয়মের বিধান অনুসারে সেই প্রার্থীর ব্যালট পেপারে ভোটারদের পছন্দ অনুসারে পরবর্তী হিসাবে নির্দেশিত অব্যাহত প্রার্থীদের কাছে স্থানান্তরিত হবে। অবশিষ্ট প্রার্থীদের পক্ষে অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে উদ্বৃত্ত ভোটগুলি গণনা করার পরে, উদ্বৃত্ত ভোটগুলি অবশিষ্ট প্রার্থীদের কাছে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেই প্রার্থী দ্বারা প্রাপ্ত ভোটের মূল্যের সাথে যুক্ত করা হয়। এই অনুশীলনে যদি কোনও প্রার্থী প্রয়োজনীয় কোটায় পৌঁছয়, তবে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

৪৭) যে প্রার্থীকে ইতিমধ্যেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ভোটের বিনিময়ে কোনও প্রার্থী যদি জয়ী না হন, তা হলে ৮০ নম্বর বিধির আওতায় প্রদত্ত ভোটপ্রাপ্তদের মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পাওয়া প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার বিধান কার্যকর হয়। রিটার্নিং অফিসার তখন নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পাওয়া প্রার্থীকে বাদ দেন এবং পরবর্তী রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারগুলি অব্যাহত প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন। শূন্যপদের মোট সংখ্যা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে।

আদালতের উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন ভোটদাতার ভোটের নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে এবং উদ্বৃত্ত ভোটের স্থানান্তর রয়েছে।

৯) পিইউসিএল-এর ক্ষেত্রে, বিধি ৪১ (২), ৪১ (৩) এবং ৪৯-ও-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে এতটাই বিরোধিতা করা হয়েছিল যে উক্ত বিধিগুলি ভোটদানের গোপনীয়তাকে লঙ্ঘন করে যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণার মৌলিক এবং ১৯৫১ সালের আইনের ১২৮ ধারা এবং বিধি ৩৯ ও ৪৯-ঢ অনুসারে বজায় রাখা প্রয়োজন। আদালত লিলি থমাস বনাম স্পিকার, লোকসভা এবং অন্যান্যরা[৩] মামলার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ভোটদান হল প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় বা ইস্যুতে অধিকার প্রয়োগের অধিকারী ব্যক্তির ইচ্ছা বা মতামতের একটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ এবং ভোটাধিকার বলতে প্রস্তাব বা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে অধিকার প্রয়োগের অধিকার বোঝায় এবং এই অধিকারের অর্থ নিরপেক্ষ থাকার অধিকারও। এরপর আদালত ১৯৫১ সালের আইনের ৭৯ ধারা এবং বিধিমালার বিধি ৪১ (২), ৪১ (৩) এবং ৪৯-ণ ধারার কথা উল্লেখ করে রায় দেয় যে, বিধিমালা স্পষ্ট করে দেয় যে, ১৯৫১ সালের আইন ও বিধিমালা উভয়ের অধীনে ভোট না দেওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে আরও প্রকাশ করা হয়েছে:-

> "একটি ইতিবাচক "ভোট না দেওয়ার অধিকার" সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন ভোটারের অভিব্যক্তির একটি অংশ এবং এটিকে "ভোট দেওয়ার অধিকার" হিসাবে একইভাবে স্বীকৃতি ও কার্যকর করতে হবে। একজন ভোটার বিভিন্ন কারণে নির্বাচনে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন যার মধ্যে তিনি মাঠের কোনও প্রার্থীকে তাঁর ভোটের যোগ্য বলে মনে করেন না। এই ধরনের অভিব্যক্তির একটি উপায় হতে পারে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, যা একজন বিবেকবান এবং দায়িত্বশীল নাগরিকের জন্য আদর্শ বিকল্প নয়। সুতরাং, এটি কার্যকর করার একমাত্র উপায় হল সেই অধিকার প্রকাশ করার জন্য ইভিএমে একটি বোতাম সরবরাহ করা। সুস্থ গণতন্ত্রে স্থায়ী মূল্যবোধ বজায় রাখতে হলে এটিই মৌলিক প্রয়োজনীয়তা, যা নির্বাচন কমিশন কেবল স্বীকৃতিই দেয়নি, দাবিও করেছে।"

১০) আদালত নির্বাচন কমিশনের অবস্থান বিবেচনা করে যে গণতন্ত্রের প্রচারের বৃহত্তর স্বার্থে, ইভিএম/ব্যালট পেপারে নোটার জন্য একটি বিধান করা উচিত, এই ধরনের বিকল্পের জন্য, গণতন্ত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রচারের পাশাপাশি, নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তার মতবিরোধ বা অসন্তোষ প্রকাশের সুযোগ প্রদান করবে এবং ভুয়ো ভোটদান হ্রাস করার সুবিধা পাবে। অবশেষে, আদালত রায় দেয় যে ১৯৫১ সালের আইনের ৪১ (২) এবং ৪১ (৩) এবং বিধিমালার ৪৯-ণ বিধি এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের ধারা ১২৮ এ ভোটদানের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। তবে, আদালত স্থির করেছিলঃ-

৩) (১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি ২৩৪।

"৫৭) কোনও ভোটারকে তাঁর গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি কোনও প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার অধিকার দেওয়া গণতন্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের বিকল্প ভোটারকে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা যে ধরনের প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করার অধিকার দেয়। যখন রাজনৈতিক দলগুলি বুঝতে পারবে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের দ্বারা দাঁড় করানো প্রার্থীদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে, তখন ধীরে ধীরে একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের এবং মাঠের প্রার্থীদের ইচ্ছা মেনে নিতে বাধ্য হবে যারা তাদের সততার জন্য পরিচিত।

৫৮) এই নির্দেশটি এই সত্য দ্বারাও সমর্থিত হতে পারে যে বিদ্যমান ব্যবস্থায় একজন অসন্তুষ্ট ভোটার সাধারণত ভোটদানের জন্য উপস্থিত হন না, যার ফলে অসাধু উপাদানগুলি অসন্তুষ্ট ভোটারের ছদ্মবেশ ধারণ করার এবং ভোট দেওয়ার সুযোগ দেয়, তা সে নেতিবাচকই হোক। উপরন্তু, নেতিবাচক ভোটদানের বিধান গণতন্ত্রের প্রচারের স্বার্থে হবে কারণ এটি রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রার্থীদের স্পষ্ট সংকেত পাঠাবে যে ভোটাররা তাদের সম্পর্কে কী ভাবেন।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

১১) উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, আদালত নির্বাচন কমিশনকে ব্যালট পেপার/ইভিএমে "উপরের কোনটিই নয় (নোটা)" নামক আরেকটি বোতামের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয় যাতে 'ভোটাররা, যারা ভোটকেন্দ্রে আসে এবং লড়াইয়ে থাকা কোনও প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা গোপনীয়তার অধিকার বজায় রেখে ভোট না দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

১২) এই প্রসঙ্গে, কুলদিপ নায়ার এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[৪]-এ এই বিষয়ে বর্ণিত নীতিটি বোঝা বেশ শিক্ষামূলক। ৮০ (১) (খ), ৮০ (১) (২), ৮০ (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'রাজ্যগুলির প্রতিনিধি' শব্দগুলির ব্যাখ্যা করে সংবিধান বেঞ্চ রায় দিয়েছেঃ-

"২০৪) তাদের সরল অর্থ দেওয়ার পরে, অনুচ্ছেদ ৮০ (১) (খ), অনুচ্ছেদ ৮০ (২) এবং অনুচ্ছেদ ৮০ (৪)-এ "রাজ্যের প্রতিনিধি" শব্দগুলি অবশ্যই রাজ্য পরিষদে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের বোঝানোর জন্য ব্যাখ্যা করা উচিত। এটি সেই নির্বাচন যা ব্যক্তিকে "প্রতিনিধি" নির্বাচিত করে। রাজ্য পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য, একজন ব্যক্তিকে আগে থেকে রাজ্যের প্রতিনিধি হতে হবে না। যখন তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন, তখনই তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হন।

৪) (২০০৬) ৭) এসসিসি ১।

যাঁরা ইলেক্টোরাল কলেজ দ্বারা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন, যার বর্তমান উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা অপরিহার্যভাবে রাজ্যের "প্রতিনিধি"।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি রাজ্য পরিষদে প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি দেখায়। এটা স্পষ্ট যে প্রতিনিধির প্রকৃতি আলাদা, কারণ সে রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে যায়। এটি একজন নির্বাচিত প্রার্থীর সাথে বৈপরীত্য যা সরাসরি নির্বাচনে ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হয় কারণ সে একটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৩) আমরা আরও লাভের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি যে, উক্ত মামলায় আদালত রাজ্য পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটদানের গোপনীয়তার কথা বলেছিল। আদালত উল্লেখ করেছে যে, "রাজ্যসভা এবং আইন পরিষদ নির্বাচনে ক্রস-ভোটিং এর উদীয়মান প্রবণতা" এর পরিপ্রেক্ষিতে, "উন্মুক্ত ব্যালটের মাধ্যমে" নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, ২০০৩ সালের ৪০ নং আইন দ্বারা প্রণীত আইনের ৫৯, ৯৪ এবং ১২৮ ধারার সংশোধনীগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব হল রাজ্য পরিষদে আসন পূরণের জন্য নির্বাচন উন্মুক্ত ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাগুলি এখন শর্তাবলীতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে করা হয়েছে। আদালত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করেছে এবং এই যুক্তিটি উল্লেখ করেছে যে একটি হুইপের অধীনে পছন্দের প্রকাশ বা কোনও ভয় বা বাধ্যবাধকতা বা এমনকি একটি রাজনৈতিক চাপ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণার বিরুদ্ধে যায় এবং এই ধরনের ভয় বা বাধ্যবাধকতা থেকে অনাক্রম্যতা নিশ্চিত করা যেতে পারে যদি নির্বাচন গোপন ব্যালটের নীতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪) বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বৃহত্তর বেঞ্চ মতামত দেয় যে, যে পদ্ধতিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে তা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং যেহেতু সংসদ উল্লেখ করেছে যে, রাজ্য পরিষদের নির্বাচনে, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা গোপন ব্যালটের অপব্যবহার করে এবং পাল্টা-ভোট দেয় এবং জামানত ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিবেচনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হয়েছে, এটি একটি উন্মুক্ত ব্যালটের ব্যবস্থা করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে গোপনীয়তার নীতি একটি পরম নীতি নয় যদিও উক্ত নীতিটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য। তবে, উচ্চতর নীতি হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নির্বাচনের বিশুদ্ধতা।বৃহত্তর বেঞ্চ আরও স্থির করেছেঃ-

> "৪৬৪) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য ব্যালটের গোপনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। তবে, উচ্চতর নীতি হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নির্বাচনের বিশুদ্ধতা।

যদি গোপনীয়তা দুর্নীতির উৎস হয়ে ওঠে তবে সূর্যালোক এবং স্বচ্ছতার এটিকে অপসারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। আমরা কেবল বলতে পারি যে একটি আইন প্রণয়ন নীতি অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন যে স্বচ্ছতা যে মন্দতা সৃষ্টি করেছে তা দূর করবে যা আশা করা যায় যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে পরিবেশন করবে।"

১৫) আমরা বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি ২৪.০১.২০১৪ উল্লেখ করতে পারি। পি. ইউ. এল-এর রায় এবং রাজ্যসভার নির্বাচনের সময় নোটার বিকল্পের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তা উল্লেখ করার পরে কমিশন এই নির্দেশ দিয়েছেঃ-

> "কমিশন বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে নোটা বিকল্পটি রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্যও প্রযোজ্য হবে। তদনুসারে, কমিশন এতদ্বারা নির্দেশ দেয় যে ব্যালট পেপারে শেষ প্রার্থীর নাম ও বিবরণের পরে অন্য একটি প্যানেল সরবরাহ করা যেতে পারে এবং" "উপরের কোনওটিই (নোটা)" "শব্দটি সেই ভাষায় বা ভাষায় মুদ্রিত হবে না যেখানে ব্যালট পেপার মুদ্রিত হয় কমিশন কর্তৃক জারি করা নির্দেশ অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা বিধি, ১৯৬১-এর বিধি ৭০-এর সাথে পাঠ করা বিধি ২২-এর উপ-বিধি (১) এবং বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (১) অনুসরণ করে।"

২) অনুগ্রহ করে রাজ্যসভার বর্তমান দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের সময় মেনে চলার জন্য রাজ্য পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারদের নজরে উপরের নির্দেশাবলী নিয়ে আসুন যা ইতিমধ্যে এপ্রিল ২০১৪ মাসে এবং রাজ্যসভার ভবিষ্যতের সমস্ত নির্বাচনের জন্য শূন্যপদ পূরণ করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

৩) "উপরের কোনটিই নয়" বিকল্পটি ব্যবহার করার জন্য ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ এবং উপরের বিকল্পটির পরিপ্রেক্ষিতে ভোট গণনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা শীঘ্রই জারি করা হবে।

১৬) ১২.১১.২০১৫-এ আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ-

> "২) কমিশনের নজরে আনা হয়েছে যে, এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে ভোটাররা, প্রার্থীদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে প্রথম অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে নোটার বিরুদ্ধে ক্রস মার্ক বা পরবর্তী অগ্রাধিকার (২য়, ৩য় ইত্যাদি) উল্লেখ করেছেন, যার ফলে ব্যালট পেপার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, কমিশন বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করেছে এবং, সিই বিধিমালা ১৯৬১ এর ৭৩(২) নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং একক স্থানান্তরযোগ্য ভোট ব্যবহার করে অগ্রাধিকারমূলক পদ্ধতিতে নোটা বিকল্প এবং ভোটদানের পদ্ধতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের লক্ষ্যে,

কমিশন রাজ্যসভা এবং রাজ্য বিধান পরিষদ নির্বাচনে নোটা বিকল্প প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেঃ-

(i) নোটার বিপরীতে চিহ্নের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক লিখতে হবে, যেমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ভারতীয় সংখ্যার আন্তর্জাতিক আকারে বা রোমান আকারে বা যে কোনও ভারতীয় ভাষায়;

(ii) যদি অগ্রাধিকার-'১' নোটা-র বিপরীতে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে এটি কোনও প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দেওয়ার ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এই ধরনের ব্যালট বাতিল বলে গণ্য হবে, এমনকি যদি '১' নোটা-র বিপরীতে চিহ্নিত করা ছাড়াও অন্য কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধেও চিহ্নিত করা হয়;

(iii) যদি কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে বৈধভাবে পছন্দ '১' চিহ্নিত করা হয় এবং নোটার বিরুদ্ধে পছন্দ '২' চিহ্নিত করা হয়, তবে এই জাতীয় ব্যালট পেপার সেই প্রার্থীর জন্য বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে যার জন্য পছন্দ '১' চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে শর্ত থাকে যে নিয়ম ৭৩ (২) এর অধীনে এটি বাতিল করার অন্য কোনও কারণ নেই। এই ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় পছন্দ পরীক্ষা করার পর্যায়ে, ব্যালট পেপারটি নোটা-এর বিপরীতে চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে বলে গণ্য হবে। একইভাবে, যদি ১ম এবং ২য় পছন্দগুলি কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে বৈধভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৩য় পছন্দটি নোটার বিরুদ্ধে চিহ্নিত করা হয়, তবে ব্যালটটি প্রথম গণনার জন্য এবং ২য় পছন্দের উদ্দেশ্যে বৈধ হবে, তবে, ৩য় পছন্দ পরীক্ষা করার পর্যায়ে, যদি সেই পর্যায়টি আসে, ব্যালটটি শেষ বলে বিবেচিত হবে। এই নির্দেশাবলী পরবর্তী পছন্দগুলির জন্যও প্রযোজ্য হবে।

(iv) যদি প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বৈধভাবে পছন্দ '১' এবং পরবর্তী পছন্দগুলি চিহ্নিত করা হয় এবং নোটার বিরুদ্ধে ক্রস/টিক চিহ্নিত করা হয়, তবে ব্যালট পেপারটি কেবল এই ভিত্তিতে অবৈধ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে না এবং প্রার্থীদের বিরুদ্ধে চিহ্নিত পছন্দগুলি বিবেচনা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী গণনা করা হবে। তবে, নিয়মের সাধারণ বিধান এবং ভোটারকে সনাক্ত করতে পারে এমন নম্বর সম্পর্কিত কমিশনের নির্দেশাবলী নোটা বিকল্পের বিরুদ্ধে চিহ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং যদি আরও বিবেচনা করে যে এতে রাখা চিহ্নটি নিয়ম ৭৩ (২) (ঘ) এর অর্থের মধ্যে ভোটারকে সনাক্ত করার দিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্দেশ করে, যা ব্যালটকে সেই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যানের দায়ে পরিণত করবে।"

১৭) রাজ্যসভায় ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের নির্দেশে বলা হয়েছে যেঃ-

"৫) ব্যালট পেপারে দেখানো প্রার্থীদের মধ্যে, যদি আপনি কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে না চান, তাহলে "আপনার পছন্দের ক্রম দেখান" কলামে "নোটা" এর বিপরীতে "১" সংখ্যাটি দেখাতে হবে। "নোটা"-র বিপরীতে কলামে, "১"-এর পরিবর্তে, বিকল্প পছন্দের সংখ্যা ২, ৩, ৪ ইত্যাদিও দেখানো যেতে পারে।

৬) "১"-এর এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র একজন প্রার্থীর নামের বিপরীতে অথবা "নোটা"-র বিপরীতে রাখা যেতে পারে।

১৮) সমালোচনা করা হচ্ছে যে সার্কুলারগুলি ১৯৫১ সালের আইন এবং বিধিমালার অধীনে কল্পনা করা পদ্ধতি অনুসারে নয়। রাম জাওয়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[৫] এবং বিষম্ভর দয়াল চন্দ্র মোহন এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা[৬]-এর উপর নির্ভর করে, এটি অনুরোধ করা হয় যে রাজ্য পরিষদে সদস্যদের নির্বাচনের জন্য নোটা চালু করা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার বাইরে, এখানে প্রথম উত্তরদাতা। আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, নির্বাচন কমিশন পি ইউ সি এল-এর মামলার ঘোষণাকে তার ক্ষমতার উৎস হিসাবে বিবেচনা করেছে। পি ইউ সি এল-এর সিদ্ধান্ত সরাসরি নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, আদালত স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই নির্দেশগুলি নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ভোটারদের নোটার সুবিধা প্রয়োগের জন্য একটি বিকল্প প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্তে, সংবিধান দ্বারা ভারতের নাগরিকদের প্রদত্ত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে এসে যেকোনো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার বা ভোট না দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কুলদ্বীপ নায়ার (উপরে)-এ, সংবিধান বেঞ্চ এইভাবে প্রকাশ করে পার্থক্য তৈরি করেছেঃ -

"৪৪১) রাজ্যসভার নির্বাচনে ভোটদানের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের তুলনা করা যায় না। সাধারণ নির্বাচনে, ভোটারদের এই ভয় ছাড়াই গোপনে ভোট দিতে হয় যে তাদের ভোট কারো কাছে প্রকাশ করা হবে বা শিকার হতে পারে। কোনও দলের অনুমোদন নেই এবং তাই পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে ভোটারদের উপর নির্ভর করে। যখন রাজ্য পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন এটি হয় না কারণ নির্বাচকরা বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য, যাদের দলগত স্বীকৃতি রয়েছে।"

৫) (১৯৫৫) ২ এস. সি. আর ২২৫।

৬) (১৯৮২) ১ এস. সি. সি ৩৯।

[দিপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি]

এবং আবারঃ-

> "৪৫৪) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে" নির্বাচনী এলাকা-ভিত্তিক "প্রতিনিধিত্ব" এবং "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব"-এর মধ্যে পার্থক্য হল যে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের তালিকা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, সদস্যরা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। তারা দলীয় শৃঙ্খলা সাপেক্ষে। শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের জন্য তাদের বহিষ্কার করা হতে পারে। অতএব, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণাকে কার্যকর করার জন্য, সংসদ "উন্মুক্ত ব্যালট"-এর পরামর্শ দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে, এটি বলা যাবে না যে "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন" "উন্মুক্ত ব্যালট" দ্বারা পরাজিত হবে। উপরে যেমন বলা হয়েছে, একটি নির্বাচনী এলাকা-ভিত্তিক নির্বাচনে জনগণই ভোট দেয় যেখানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে ভোটারই ভোট দেয়। এই পার্থক্যটি আর. বনাম জোন্সের[৭] অস্ট্রেলিয়ান রায়েও নির্দেশিত হয়েছে। নির্বাচনী এলাকা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে, "গোপনীয়তা" হল ভিত্তি যেখানে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ভিত্তি হতে পারে "উন্মুক্ত ব্যালট" এবং এটি "মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচন" ধারণার লঙ্ঘন করবে না, যে ধারণাটি গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি।"

১৯) উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্যের উপর প্রচুর আলোকপাত করে এবং বিশেষত পরোক্ষ নির্বাচনের ধারণার উপর যা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে খোলা ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়া হয় এবং দলীয় শৃঙ্খলার মৌলিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে এবং যে কোনও ধরণের ক্রস ভোটিং এড়াতে যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা যায় তার জন্য এটি চালু করা হয়েছে। এগুলি গণতন্ত্র এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মূল মূল্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে রাজ্য পরিষদের সদস্যদের ভোটদানের ক্ষেত্রে, একজন নির্বাচকের দ্বারা ভোটদানের প্রকৃতি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। কারণ এই ধরনের নির্বাচনে দলের হুইপ থাকে এবং নির্বাচকরা দলের আদেশ মানতে বাধ্য। এই ধরনের নির্বাচনে দলের শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্বের মূল বিষয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটি অপরিহার্য। এই ধরনের ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্রস ভোটিং এবং দুর্নীতির চিন্তাভাবনা বিরক্তিকর। এই প্রসঙ্গে, আমরা রবি এস নায়েক বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[৮]-এর কর্তৃত্বের কাছে লাভের সাথে উল্লেখ করতে পারি। উক্ত ক্ষেত্রে, সংবিধানের দশম তফসিলের সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ১৯১ (২) এর অধীনে রাজ্য আইনসভার কোনও সদস্যের অযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল।

৭) (১৯৭২) ১২৮ সি. এল. আর. ২২১।

৮) (১৯৯৪) সম্পূরক (২) এস. সি. সি ৬৪১।

দুই বিচারকের বেঞ্চ কিহোতো হলোহান বনাম জাচিলহু এবং অন্যান্যদের৭ মামলার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে এবং দশম তফসিলের অনুচ্ছেদ ২(১)(ক) এবং ২(1)(খ) এর আওতায় দলত্যাগের বিষয়টির সমাধান করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

> "উক্ত অনুচ্ছেদে কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও সদনের সদস্যকে অযোগ্য ঘোষণা করার বিধান রয়েছে "যদি তিনি স্বেচ্ছায় সেই রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ছেড়ে দেন।" "স্বেচ্ছায় তাঁর সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়া" শব্দগুলি "পদত্যাগের" সমার্থক নয় এবং এর বৃহত্তর অর্থ রয়েছে। কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ছেড়ে দিতে পারেন, যদিও তিনি সেই দলের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেননি। সদস্যপদ থেকে আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের অভাবেও কোনও সদস্যের আচরণ থেকে একটি অনুমান নেওয়া যেতে পারে যে তিনি স্বেচ্ছায় যে রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছেন।"

২০) সংবিধানের দশম তফসিলের ২ (১) (ক) এবং ২ (১) (খ) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপঃ -

"১) ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে, কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও সদনের সদস্য সদনের সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্য হবেন-

(ক) যদি তিনি স্বেচ্ছায় এই জাতীয় রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন; অথবা

(খ) যদি তিনি যে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত সেই রাজনৈতিক দল বা এই বিষয়ে অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা কোনও নির্দেশের বিপরীতে, উভয় ক্ষেত্রেই, সেই রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে ভোট দেন বা ভোটদান থেকে বিরত থাকেন এবং এই জাতীয় ভোটদান বা বিরত থাকার তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে এই জাতীয় রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই জাতীয় ভোটদান বা বিরত থাকা ক্ষমা করা হয়নি।

ব্যাখ্যা-এই উপ-অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে,-

(ক) কোন সদনের কোন নির্বাচিত সদস্য, যদি থাকেন, সেই রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে গণ্য হবেন, যার দ্বারা তিনি সেই সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন;

(খ) কোনও সদনের মনোনীত সদস্য,-

৯) ১৯৯২ সম্পূরক (২ এসিসি ৬৫১।

(i) যেখানে তিনি সদস্য হিসাবে মনোনয়নের তারিখে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য, সেখানে তিনি সেই রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে গণ্য হবেন;

(ii) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য হন, বা, ক্ষেত্রমত, প্রথমে সদস্য হন, সেই তারিখ থেকে ছয় মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তিনি ৯৯ অনুচ্ছেদের বা, ক্ষেত্রমত, ১৮৮ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার পরে তাঁর আসন গ্রহণ করেন।"

২১) এর মধ্যে আপিলকারীরা গোয়া বিধানসভা (দলত্যাগের ভিত্তিতে অযোগ্য) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর অধীনে হাউসের স্পিকার দ্বারা অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। অযোগ্যতার দিকটি বিবেচনা করে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"একজন প্রার্থী স্বেচ্ছায় তার সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং তার আচরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন।"

পদত্যাগ এবং স্বেচ্ছায় হাল ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে একটি পার্থক্য আঁকা হয়েছে।

২২) এটা প্রমাণ করা যায় যে কোনও ভোটার স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ছেড়ে দিলে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে। ডঃ অভিষেক মনু সিংভি বলেন যে কোনও নির্দিষ্ট দলের কোনও ভোটার স্বেচ্ছায় সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারবেন না, তবে তাঁর রাজনৈতিক দল প্রার্থী গঠন করা সত্ত্বেও নোটার পছন্দ প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রবীণ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, এটি একটি অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে এবং ঘোড়া কেনাবেচা, দুর্নীতি এবং অতিরিক্ত সাংবিধানিক পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে আসে যা সংবিধান (পঞ্চাশ-দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৮৫ দ্বারা সংবিধানের দশম তফসিল প্রবর্তনের মাধ্যমে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক দলত্যাগের কুফল নির্মূল করার জন্য উক্ত সংশোধনীটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিটি এইভাবে প্রদান করেঃ-

"রাজনৈতিক দলত্যাগের কুফল জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এর বিরুদ্ধে লড়াই না করা হয়, তবে এটি সম্ভবত আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি এবং এটিকে বজায় রাখার নীতিগুলিকে দুর্বল করে দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সরকার সংসদের চলতি অধিবেশনে একটি দলত্যাগ বিরোধী বিল পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।

এই বিলটি দলত্যাগকে অবৈধ ঘোষণা এবং উপরোক্ত আশ্বাস পূরণের জন্য।"

উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং দলত্যাগ বাতিল করার জন্য অযোগ্যতার ধারণার গভীর তদন্তের ভিত্তিতে, এটা স্পষ্ট যে একই পরোক্ষভাবে নোটা প্রবর্তনের দ্বারা পরাজিত হয়।

২৩) একটি গণতন্ত্রে, নির্বাচনের বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে আবশ্যক। গণতান্ত্রিক সংস্থার রাজনীতি, যেমনটি মনোজ নরুলা বনাম ভারতের ইউনিয়ন[১০]-এ স্থির করা হয়েছে, এই শর্তে বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ ধারণাটি দুর্নীতির জন্য ঘৃণ্য এবং আইনগুলি প্রকৃত শৃঙ্খলা, ইতিবাচক যথার্থতা, নিবেদিত শৃঙ্খলা এবং রক্তাক্ত পবিত্রতার উপর জোর দেয় যা সাংবিধানিক নৈতিকতার অবিচ্ছিন্ন স্বীকৃতি যা সুশাসনের স্তম্ভ। গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতা এমন কোনও কিছুকে সহ্য করে না যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ডে একটি নিরাময়যোগ্য ব্যবধান তৈরি করার সম্ভাবনা রাখে। আইনটি হল এটিকে নির্মূল করার জন্য। যখন কেউ রাজ্য পরিষদের ভোটদান প্রক্রিয়ায় নোটার পছন্দের অনুশীলন বিশ্লেষণ করে যেখানে খোলা ব্যালট অনুমোদিত এবং ভোটদানের গোপনীয়তা কোনও স্থান নেই এবং আরও যেখানে রাজনৈতিক দল/দলগুলির শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ, তখন এটি স্পষ্ট যে এই ধরনের পছন্দের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। একজন ভোটার, যদিও একজন একক ভোটার, তার ভোটের একটি পরিমাণগত মূল্য রয়েছে এবং উদ্‌বৃত্ত ভোটগুলি হস্তান্তরযোগ্য। ভোটের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি সূত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। ভোট হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার ধারণাটি একটি ভিন্ন অর্থ হিসাবে রয়েছে। এটি আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নির্বাচিত হওয়ার পরে একজন প্রার্থী রাজ্যের প্রতিনিধি হন এবং কোনও নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন না। এই সমস্ত দিকের সমষ্টিগত প্রভাব স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, রাজ্য পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নোটার প্রবর্তন গণতন্ত্রের মৌলিক মানদণ্ডের জন্য একটি অভিশাপ হবে যা সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কোনও দ্বন্দ্বের ভয় ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, পিইউএলসি রায়ের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন, এখানে প্রথম উত্তরদাতা, যে নোটার প্রবর্তনের বিধানগুলি কল্পনা করেছিলেন, তা একেবারেই ভুল, কারণ উক্ত রায়টি তা বলে না। আমরা মনে করি যে ৮০ অনুচ্ছেদে থাকা সাংবিধানিক বিধান এবং সংবিধানের দশম তফসিলের অধীনে প্রদত্ত শর্তাবলী বিবেচনা করে সিদ্ধান্তটিও তা বলতে পারত না। এই ধরনের নির্বাচনে নোটা প্রবর্তন কেবল সংবিধানের দশম তফসিলের অধীনে একজন ভোটারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত শৃঙ্খলার পরিপন্থী হবে না, বরং দলত্যাগের কারণে একজন সদস্যের অযোগ্যতা সংক্রান্ত আইনের মৌলিক ব্যাকরণেরও পরিপন্থী হবে।

১০) (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ১।

এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে সরাসরি যা করা যায় না, তা পরোক্ষভাবে করা যায় না। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, যদি রাজ্য পরিষদে সদস্যদের নির্বাচনে নোটার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে দলত্যাগের নিষিদ্ধ দিকটি পরোক্ষভাবে প্রচুর জোরালোভাবে শুরু হবে।

২৪) আমরা লাভের সঙ্গে আরও যোগ করতে পারি যে, পিইউএলসি-র ক্ষেত্রে নোটা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল নেতিবাচক ভোটদানের বিধান রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে পারে এবং একজন ভোটার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থীদের সম্পর্কে কী ভাবেন। সুতরাং, উক্ত সিদ্ধান্তটি সরাসরি নির্বাচন, এক ব্যক্তি, এক ভোট এবং এক মূল্যের সাথে সম্পর্কিত।

২৫) এই প্রসঙ্গে, আমরা সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করতে পারি।

"৩২৪) নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে

(১) সংসদ ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানমণ্ডলে এবং এই সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদের সমস্ত নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ ও পরিচালনার তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ একটি কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে (এই সংবিধানে নির্বাচন কমিশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

(২) নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যতজন নির্বাচন কমিশনার নির্ধারণ করবেন, যদি থাকেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ, সংসদ কর্তৃক সেই উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনও আইনের বিধান সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি দ্বারা করা হবে।

(৩) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার এইভাবে নিযুক্ত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করবেন।

(৪) প্রত্যেক রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভার প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনের আগে এবং প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে এবং তারপরে প্রতিটি রাজ্যের আইন পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের আগে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শের পর, ধারা (১) অনুসারে কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক কমিশনারদেরও নিয়োগ করতে পারেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশনার এবং আঞ্চলিক কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী এবং পদের মেয়াদ রাষ্ট্রপতি নিয়ম দ্বারা নির্ধারণ করেন এমন হবে; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতো একই পদ্ধতিতে এবং অনুরূপ ভিত্তিতে ব্যতীত তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা হবে না এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের চাকরির শর্তাবলী তাঁর নিয়োগের পরে তাঁর অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হবে নাঃ আরও শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশ ব্যতীত অন্য কোনও নির্বাচন কমিশনার বা আঞ্চলিক কমিশনারকে পদ থেকে অপসারণ করা হবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি বা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুরোধ করা হলে, নির্বাচন কমিশন বা আঞ্চলিক কমিশনারের কাছে ধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী উপলব্ধ করবেন।

২৬) উক্ত অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করে, কুলদীপ নায়ার (সুপ্রা) এর সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছে:-

"৪২৭) এই প্রসঙ্গে আমরা বলব যে, যেখানে এই বিষয়ে আইন নীরব, সেখানে ৩২৪ অনুচ্ছেদ নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জনের স্বীকৃত উদ্দেশ্যে কাজ করার ক্ষমতার ভাণ্ডার, এবং এই দৃষ্টিতে এটি একজন উপদেষ্টার ভূমিকাও গ্রহণ করে। কিন্তু ৩২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদে নিহিত, যা সর্বোচ্চ এবং তাই এই ধরনের পরামর্শ দ্বারা আবদ্ধ নয়। এই আদালত ইতিমধ্যে মহিন্দর সিং গিল (১৯৭৮) ১ এস. সি. সি. ৪০৫-এ যা বলেছে তা উল্লেখ করে আমরা যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করব এবং এখানে যা পুনরাবৃত্তি করে তা হল যে নির্বাচন কমিশনের "পূর্ণাঙ্গ চরিত্র" প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে "যখন সংসদ বা কোনও রাজ্য আইনসভা নির্বাচন সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত বৈধ আইন তৈরি করেছে, তখন কমিশন এই ধরনের বিধান লঙ্ঘন না করে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করবে"।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিশনকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের চার কোণের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া, নির্বাচনের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য কোনও বিধান ব্যাখ্যা করে এই আদালত যদি কোনও নির্দেশ জারি করে, তা হলে কমিশনের পক্ষ থেকে সেই অনুযায়ী কাজ করা বাধ্যতামূলক হবে। কমিশনকে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা বা ধারণা কল্পনা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না বা সেই বিষয়ে ভিন্ন কোনও মাত্রা নিয়ে চিন্তা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, যা আইনি কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না।

২৭) কোনও সন্দেহ ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, রাজ্য পরিষদে সদস্যদের নির্বাচনে নোটা প্রবর্তনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা উপরে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত। নোটা ভোট এবং প্রতিনিধিত্বের মূল্যের ধারণাকে ধ্বংস করবে এবং দলত্যাগকে উৎসাহিত করবে যা দুর্নীতির দরজা খুলে দেবে যা একটি মারাত্মক ব্যাধি। এটা মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্র তার শক্তি অর্জন করে নাগরিকদের আস্থা থেকে, যা কেবল বিশুদ্ধতা, সততা, সততা এবং সততার মৌলিক স্তম্ভের উপর টিকে থাকে এবং এই ধরনের শক্ত ঘাঁটি বজায় রাখা যেতে পারে শুধুমাত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া যাতে অশুচি ও অশুচি থাকে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাতে গণতন্ত্রের দুর্গটি অসাধু শক্তির বিরুদ্ধে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনে নোটার প্রবর্তন প্রথম নজরে বুদ্ধিমানদের প্রলুব্ধ করতে পারে তবে গভীর তদন্তের পরে, এটি মাটিতে পড়ে যায়, কারণ এটি এই জাতীয় নির্বাচনে একজন ভোটদাতার ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এটি লাভের সাথে বলা যেতে পারে যে ধারণাটি আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে তবে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ পরোক্ষ নির্বাচনে নিহিত ন্যায্যতাকে পরাজিত করে। আরও বেশি যেখানে ভোটদাতার ভোটের মূল্য রয়েছে এবং ভোটের মূল্য হস্তান্তরযোগ্য। এটি এমন একটি বিমূর্ততা যা বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের "কংক্রিটের মহাবিশ্ব"-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হতে পারে না।" আমরা অবিলম্বে যোগ করতে পারি যে নোটার বিকল্পটি সরাসরি নির্বাচনে অমৃত হিসাবে কাজ করতে পারে তবে রাজ্য পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যা উপরে আলোচিত হিসাবে আলাদা, এটি কেবল গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতাকেই দুর্বল করবে না বরং দলত্যাগ এবং দুর্নীতির শয়তানকেও পরিবেশন করবে।

২৮) উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, রিট পিটিশন অনুমোদিত হয় এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি, এখানে প্রথম উত্তরদাতা, রাজ্য পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নোটা প্রবর্তন এতদ্বারা বাতিল করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

কল্পনা কে ত্রিপাঠী। রিট পিটিশন অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly